Vol. 10 | No. 2 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

একটি প্রশস্তি কবিতা

Volume	10
Issue	2
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 16, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i2.3
Pages	101-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

একটি প্রশস্তি কবিতা

আহমদ শরীফ

॥ সূচনা ॥

মধ্যযুগের বাঙলায় খণ্ড কবিতা বিরল। পাঁচালীর উপক্রমে স্তব-প্রশস্তি-বন্দনাদি রয়েছে বটে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হিসেবে এরূপ বাঙলা রচনার অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য। হিন্দু-রচিত পাঁচালীতে থাকে নানা দেবদেবীর বন্দনা, মুসলিম-লিখিত কাব্যে পাই হাম্‌দ (আল্লাহ-স্তুতি), না'ত (রসুল-প্রশস্তি) এবং আসহাব, পীর ও পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম। আমাদের আলোচ্য স্তুতিটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। এটিই কবি ও কবিতার স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর নাম দিয়েছিলেন "জগদীশ্বর স্তোত্র"।[১] এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল "ঈশ্বর-বন্দনা" বললে এর তাৎপর্য অনেকখানিই থাকত অপ্রকটিত। কবিতাটি আঙ্গিকে স্তোত্র জাতীয় হলেও কসিদা, বন্দনা, স্তব কিংবা প্রশস্তিমূলক কবিতায় দুর্লভ ভাব-চিন্তা একে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

॥ পাণ্ডুলিপি-পরিচিতি ॥

৯" × ৭" পরিমিত কাগজের বই। ডান দিক থেকে শুরু। অর্ধছিন্ন ও নিতান্ত জীর্ণাবস্থ। ধরতেই পত্র ছিঁড়ে যায় এমনি অবস্থা। লিপিকাল কিংবা লিপিকরের নাম নেই। প্রায় দেড়শ' বছরের পুরোনো। ১—১০ পত্রে সমাপ্ত। পুরোপাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব।

॥ কবির আবির্ভাবকাল ॥

প্রতিলিপির বয়সে যদি দেড়শ' বছর হয়, তাহলে কবির আবির্ভাবকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ বলে অনুমান করা চলে। ভাষায় অবশ্য প্রাচীনতার

১। পুথি-পরিচিতি —১৫৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ।

ছাপ নেই। এমনকি উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও যদি এ কবিতা রচিত হয়ে থাকে, তাহলেও এর মূল্য কমে না। কেননা এতে যে উদার মন ও উন্নত চিন্তার পরিচয় পাই, তা সে যুগে তো বটেই, একালের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যেও দুর্লভ।

॥ কবিতাটির বৈশিষ্ট্য ॥

বলেছি আলোচ্য প্রাশস্তিটি নানাগুণে বিশিষ্ট।

কঃ এর দুটো ভাগ। প্রথম ভাগে আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও মানব-বোধের সত্য সম্পর্কে এক উদার ও নিরপেক্ষ দার্শনিক আলোচনা রয়েছে। স্বল্প কথায় গভীর তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কবির অসামান্য ধীশক্তি ও প্রকাশ-পটুতার পরিচায়ক। দ্বিতীয় ভাগে কবি আল্লাহ্‌র করুণা ও পাপ-মুক্তি কামনা করেছেন। দুটো ভাগে দুই প্রকার ছন্দও ব্যবহৃত।

খঃ ছন্দঃ প্রথম ভাগে ব্যবহৃত ছন্দ মালঝাঁপ জাতীয় তরল পয়ার। মাল-ঝাঁপে চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ণে মিল থাকে। আর তরল পয়ারে থাকে চরণের কেবল চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণে মিল। যেমন,

মালঝাঁপঃ
সদাকাল সুরসাল হয় মাল ঝাঁপ।
রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ
চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার
মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি-অক্ষর আর।

তরল পয়ারঃ
চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার
ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার।

শেষাংশ সাধারণ পয়ারে রচিত।

গ ঃ বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ধর্মের উদ্ভব। ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে মানুষ সাধারণভাবে চিরকালই যুক্তিবিরোধী ও বিশ্বাসপ্রবণ, এবং সে কারণে গোঁড়া ও অসহিষ্ণু। চৈত্তিক সংকীর্ণতা ও গ্রহণবিমুখতা ধার্মিকতার অন্যবিধ লক্ষণ। আমাদের প্রাজ্ঞ কবি যুগ-দুর্লভ উদারতা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আস্তিক আর ধার্মিক হয়েও তিনি কত সহজে ধর্মবুদ্ধির অসম্পূর্ণতার কথা দ্বিধাহীনচিত্তে

অকপটে ব্যক্ত করেছেন, দেখে বিস্ময় মানি। কবি "অন্ধ-হস্তী" ন্যায় প্রয়োগে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। "অন্ধের হস্তী দর্শন" নামের জনপ্রিয় গল্পের রূপক অবলম্বনে ছুটো তত্ত্বের—ধর্মবুদ্ধি ও নাস্তিক্যের—রহস্য প্রকটিত। আটজন অন্ধের একজন ছিল রুগ্ন। যেতে পারল না সে হাতী দেখতে। সাত অন্ধ ফিরে এলো সাত প্রকার ধারণা নিয়ে। আর সাত ভাবে বর্ণনা দিয়ে তারা রুগ্ন অন্ধটিকে হাতীর স্বরূপ বোঝাতে পেল প্রয়াস। রুগ্ন ব্যক্তিটি দেখল: "সপ্ত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব অনৈক্য কথায়"। তখন তার মনে হল "ভবে হস্তী স্বয়ং নাস্তি"। হাতী যদি প্রকৃতই থাকত তাহলে এদের বর্ণনাও অভিন্ন হত। অতএব সে হল নাস্তিক। তাই সে বলে 'শুনগো, বুঝাই,' তোমাদের বর্ণিত 'রম্ভা, কুলা, ভাণ্ড, মূলা, স্তম্ভ, বেড়া বা লাঠি'-স্বরূপ হাতী বাস্তবের নয়—কল্পনার, এবং সবকিছুর সমন্বয়ে হাতীর পুতুল তৈরী করে তোমরা ধোঁকা দিচ্ছ লোককে।

হস্তে ঠেলে হস্তী বলে শিশুরা খেলাএ
লোকে বোলে হস্তী চলে লোকেরে ভাঁড়াএ।

আবার, সব ধর্মেই সত্য রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্য কোথাও নেই। কোনো একক মানুষের বোধের মধ্যে সত্য পূর্ণাবয়বে ধরা দেয়নি। খণ্ড সত্যকে অখণ্ড রূপে চালিয়ে দেবার ব্যর্থপ্রয়াসে তাদের জীবন ও মনন অপচিত। ধর্মান্ধদের গোঁড়ামি, চিত্তসংকীর্ণতা, গ্রহণবিমুখতা ও অসহিষ্ণুতার মূলে রয়েছে এ সীমিত বোধ ও বুদ্ধি। আল্লাহ্র পুরো ধারণা দেয়া যাচ্ছে না বলে আল্লাহ্ নেই বলা যেমন নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহ সম্বন্ধে সামান্য বোধকে পূর্ণ জ্ঞান বলে দাবী করাও তেমনি নির্বোধের অহমিকা মাত্র। প্রত্যেকেই নিজের মত অভ্রান্ত বলেই জানে, কেননা, এর মূলে রয়েছে অন্ধের মতোই স্বতোপলব্ধ সত্যের বীজ। বিশ্বাসের দৃঢ়তা এসেছে এ পথেই। এর ফলেই জেগেছে স্বধর্মে আস্থা, আর পরধর্মে অবজ্ঞা। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পরধর্মবিদ্বেষের তথা অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মূলে রয়েছে এসব কারণ। কবি তাই বলেন: 'শাস্ত্রিকের নাস্তিকের ধর্ম সে প্রকার।'

তার কথা মানে কোথা পশিয়াছে করে
আত্মকথা সপ্ত বৃথা প্রত্য নাহি করে

অর্থাৎ একজনের আত্মোপলব্ধ সত্যও অন্যের প্রত্যয় জন্মায় না। একের সত্য অপরের আস্থা অর্জন করে না। 'কেবল যার যেই শাস্ত্র সেই জানে এই সত্য।' কেননা, সবাই "হস্তে ধরি দেখে করী মুদিয়া নয়ন"। ফলে 'জাতি যত শাস্ত্র তত নানা মত পাঁতি।' মনুষ্য-জীবনের ও সমাজের বিড়ম্বনার, অনৈক্যের, বিদ্বেষের, অপ্রেমের ও কোন্দলের বীজও নিহিত এখানেই। ধর্মবোধই লালন করে মানুষের মন-মনন, দান করে রীতি-নীতি-আদর্শ, নিয়ন্ত্রিত করে প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ, বিকাশ ঘটায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের। কাজেই বিচিত্র ধর্মবুদ্ধিই বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় ও নানা দ্বান্দ্বিক সমাজ গড়ে তুলেছে। মানুষের জীবনের অর্ধেক দুঃখ-বিপদ এসেছে ধর্ম-বৈচিত্র্য থেকে। আজো হয়নি তার অবসান। হবেও না হয়তো কখনো। কেননা, সবজানার, সব বোঝার ও সব-থাকার অহমিকা থেকে এর উৎপত্তি।

জ্ঞান অস্ত্রে শাস্ত্র শস্ত্রে যুঝে পরস্পর

কাজেই, কি আকারে পূজি তারে কি লিখি মহিমা।

ঘঃ কবি বলেন,

আদি যার ত্রাহি তার অন্ত্য কোথা পাই
বুঝ সার করতার আদি অন্ত্য নাই

কবির ধারণায় আল্লাহ্ লীলাময়ও—

যেই মানে যে না মানে পোষে দুই কুলে

আবার অকারণে, কার মাতা কার ভ্রাতা কার হরে পতি।
শিশু মরে যুবে মরে বৃদ্ধের সাক্ষাত।

কেবল তাই নয়, আঁখি পলে রসাতলে ক্ষেপে সে ভূপালে
সেইক্ষণে সিংহাসনে বসাএ কাঙ্গালে
আজি কবে কিবা হবে নাহি বুঝি আজি
অন্তস্পটে অপ্রকটে করে ছায়া বাজি।

কেবা জানে কোন স্থানে থাকে সে দয়াল
তিন ঘরে নৃত্য করে অসংখ্য পুতুল।
অতএব, মহিমার সিন্ধু তার নাহি পাএ কূল।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে যথার্থ ইসলামী ধারণাও রয়েছে তাঁর :

ছিলে যেন আছ তেন থাকিবে তেমতি।
কার মধ্যে নহ তুমি কারে ছাড়া নাই
যথা দেখি মহিমা তোমার তথা পাই।
আঁখি হৈতে নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হৈতে দূর।

আল্লাহ্‌র অপার মহিমা যে বর্ণন-সাধ্য নয়, সে অনির্বচনীয়তার কথাও তিনি ইসলামি ভঙ্গিতে বর্ণন করেছেন (অবশ্য ব্রহ্মা সম্বন্ধেও হিন্দু পুরাণে এমনি কথা রয়েছে) :

শক্তি কার কহে তার মহিমার সীমা
যদি, সিন্ধু জলে বৃক্ষ ডালে লিখি নিরবধি
তবু তার মহিমার অঙ্ক না পূরিবে।

৬ : সৃষ্টিলীলায় বিস্মৃত ও বিমুগ্ধ একটি চিত্তের পরিচয় মেলে গোটা 'হাম্‌দে'। আল্লাহর মহিমার অপরিমেয়তার কথা বলতে গিয়ে আলাউল-চিত্তেরও এমনি আকুলি-বিকুলি শুনেছি আমরা পদ্মাবতীর 'প্রভুস্তুতি'তে।

আত্মত্রাণ-কামনায় কবি দ্বিতীয়াংশে যে 'স্তব' করেছেন তাও সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নয়। কবির কণ্ঠে পাই আবদারের সুর, সে সুরে আছে স্বাতন্ত্র্য, আছে ভক্ত হৃদয়ের মাধুর্য। কবি বলেন :

আমি হেন পাপীহ কাহারে নাহি পাই
তুমি হেন দাতাহ কোথায় কেহ নাই।
তুমি দাতা আমি পাপী যার যে কর্তব্য।
না হের আমারে হের আপনা দাতব্য।
আমি পাপী বলিয়া কি দাতব্য ছাড়িবে?
সকলি তোমার সৃষ্টি কোথা খেদাইবে?

বিশেষত, যখন আমি দুঃখ পাইলে তোমার লভ্য নাই,
তখন হইলে তোমার দয়া আমি রক্ষা পাই।

কোনো পুণ্য কর্মের দাবীতে এই মুক্তি-প্রার্থনা নয়, কবির একমাত্র ভরসা যে তিনি মুমীনঃ

সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড যেই সখার কারণ
আমি তাকে তোমার প্রেমের সখা মানি
আর, তোমাকেহ (আল্লাহকে) আমি দৃঢ় মনে এক জানি।

সাধন-ভজনে অবহেলা সম্পর্কে নিজের সমর্থনে কবির যুক্তি এইঃ

অন্তের অনন্ত তুমি অনাদ্যের আদ্য
ভজিতে তোমারে আমি-পাপীর কি সাধ্য!
কাজেই, দয়াকরে ক্ষমাকর পাপহর দেহগো নিস্তার।

পরিশেষে সব মুমীনের মতোই কবিও কামনা করেছেন, ইমানের সাথে মৃত্যুঃ

দীনহীন জিনতের এই মনস্কাম
দেহ ত্যাগে লইয়া তোমার আদি নাম।

চঃ আল্লাহ্‌র মহিমার অনুধ্যানে কবি আশ্রয় করেছেন ইসলামি ইতিকথা। তিনি এ সূত্রে স্মরণ করেছেন শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, আবাবিল পাখী, হযরত আদম-হাওয়া, ইউসুফ, সোলায়মান ও রসুল মুহম্মদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বলেছি, এ প্রশস্তি কবিতাটি নানাগুণে অনন্য। ললিত-মধুর ছন্দের লাবণ্যে, কবিতার আঙ্গিক-সৌষ্ঠবে, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার অবতারণায়, আল্লাহর অনির্বচনীয় মহিমার অনুধ্যানে, মুসলিম ঐতিহ্যের অনবরত সুপ্রয়োগে, মনের স্বচ্ছতায়, চৈত্তিক ঔদার্যে, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতায়, সিদ্ধান্তের ঋজুতায় এবং পরিশ্রুত মননের সামগ্রিক প্রতিফলনে কবিতাটি বিশিষ্ট।

হাম্‌দ

[জিন্নত আলী বিরচিত]

নিরঞ্জন	গুণ মন	লিখিতে [অশক্য]
কত লিখি	যত দেখি	মহিমা [অসংখ্য]।
[জন্তু জীবা]	বস্তু কিবা	নর অবতার
ইন্দু নিয়া	বিন্দু দিয়া	দশ নাম তার।
দশে শত	অহি মত	যথ দেহ বিন্দু
বিন্দু হোন্তে	কোন্‌মতে	পূরে গুণ সিন্ধু । ···
আদি যার	নাহি তার	অন্ত কোথা পাই
বুঝ সার	করতার	আদি অন্ত নাই।
বলে সন্ত	আদি অন্ত	না মিলিল সীমা
কি আকারে	পূজি তারে	কি লিখি মহিমা।
বলি হেন	কহ কেন	কার্য কি আকার
কোথা তার	অলঙ্কার	বিনা স্বর্ণকার।
বিনা সূত্র	ধর মাত্র	কোথা সিংহাসন
মালাকার	বিনাকার	কোথা পুষ্পবন।
মুখে সার	চিত্রকার	বিনা চিত্রকার
বুঝ আর	কুম্ভকার	বিনা কুম্ভকার।
মহিমা কি	লুকালুকি	পষ্ট দৃষ্ট অক্ষে
এ ব্রহ্মাণ্ড	কি প্রচণ্ড	স্থাপে বিনা লক্ষে।
সূরশশী	অহঃনিশি	নক্ষত্র বেষ্টিত
মহীমা [স]	বার মাস	কাল ষট ঋত।
সিন্ধু নীলা	জলে শিলা	শিলাতে অনল
অগ্নি মর্মে	ধূম্র জন্মে	ধূম হোন্তে জল

জল প্রতি	বিন্দু প্রতি	বিন্দুতে মহিমা
বিন্দু হোন্তে	কত মতে	গড়এ প্রতিমা।
শুক্তোদরে	বিন্দু করে	মুক্তামোতি জাতি
হস্তী দাঁতে	বিন্দু পাতে	জন্মে গজমোতি।
ভেকোদরে	বিন্দু করে	মানিক উঝল
ভক্ষে ফণী	জন্মে মণি	আর হলাহল।
বসুমতী	গর্ভবতী	বিন্দুতে উৎপতি
অবিশ্রান্ত	প্রসবন্ত	অনন্ত সন্ততি।
কি অসংখ্য	কোটি লক্ষ	রূপে একোদরে
দিবারাত্র	পুত্রীপুত্র	জন্মে ভূ ভূধরে।
নানা বর্ণ	নানা তৃণ	অবলা [সবল]
নানা বৃক্ষ	মুখ্য সূক্ষ্ম	অফল [সুফল]।
নানা ক্ষেতে	নানা ঋতে	নানা ফলফুল
মকরন্দে	নানা গন্ধে	মধুপ ব্যাকুল।
তরু পর্ণ	ভিন্ন বর্ণ	বিরঙ্গ প্রসূন
ফল তার	অন্যাকার	মহিমার গুণ।
কলিকার	গন্ধকার	নাসিকা না পাএ
বিকাশিলে	গন্ধ মিলে	কহ কে জন্মাএ।
দেনু কেরে (?)	রেণু করে	রেণুকে অঙ্কুর
কার শ্রমে	ক্রমে ক্রমে	বাড়এ প্রচুর।
উপমার	কথাটার	এক আম্রফল
শিশু কশ	পক্ক রস	যুবকে অম্বল।
পনসের	চর্ম হের	কে গঠে কণ্টক
মর্মে মর্মে	রোয়া[১] জন্মে	কে তার গঠক।
	তিন চর্মে	সেরা পুবাপুর

১. মূল পাঠ : রত্তা

[ফলে তার]	বীজ আর	বীজেহ অঙ্কুর।
লেহ্য পেয়	চুষ্য চর্ব্য	চারি ভক্ষ্য হ‌এ
মিষ্ট ধক	কশ টক	তীব্র উগ্র হ‌এ।
দেখ দৃষ্টে	এক মিষ্টে	স্বাদ লক্ষে লক্ষে
আর পঞ্চ	স্বাদ নঞ্চ (?)	দেখহ প্রত্যক্ষে।
ক্ষুধা যোগে	ফ়ল ভোগে	মলে মূত্রে ধ্বংস
গুণ তার	অঙ্গে সার	করে কত অংশ।
অস্থি করে	অঙ্গ ভরে	শোণিত নিপুণ
লোভ ক্রোধ	মায়া বোধ	কাম রক্ত গুণ।
লোভ ক্রোধ	কর রোধ	কত শত মত
মায়া যথ	কর ক‌থ	জানেন জগত।
শিশু মায়া	ভক্তি কায়া	গুরুমায়া দয়া
মিত্র মায়া	প্রেম ছায়া	জায়া মায়া [কায়া]।
বুঝ মনে	সর্ব জনে	মহিমা প্রভুর
কাম পীড়া	রতি ক্রীড়া	সব কামাতুর।
পুত্র মাতা	ভগ্নী ভ্রাতা	পিতাসুতা সঙ্গে
কার প্রতি	কার মতি	নহে রতি রঙ্গে।
ভার্য্যা পতি	রতি প্রতি	আরতি সম্প্রতি
যবে মনে	সেই ক্ষণে	জন্তনে দম্পতি।
প্রেমে মাতে	ক্রমে তাতে	দেখাএ মহিমা
ঘর্ম বিন্দু	করে ইন্দু	সুন্দর প্রতিমা।
সহকারী	করে বৈরী	অরি হ‌এ মিত্র
ভূহিল্লোলে	অম্বানলে	মিশাএ একত্র।
দীর্ঘ করে	পাশে হরে	গড়ে পুত্তলিকা।
চারি মাসে	আত্মা আসে	মহা বিভীষিকা।
মৎস্য তীরে	নর নীরে	গেলে মাত্র মরে
জল স্থলে	কার বলে	আনন্দ উদরে।

[দম ফাটে	মরে ঝাটে]	শ্বাস হৈলে বন্দী
ছয় মাসে	বন্ধ শ্বাসে	না মরে কি সন্ধি
শিশু কালে	কোলে পালে	লক্ষ পয়োপান
কাম ক্রোধ	লোভ বোধ	দেয় মায়া জ্ঞান।
পড়ে লিখে	শাস্ত্র শিখে	দেখে আদি মূল
মহিমার	সিন্ধু তার	নাহি পাএ কূল
মজুচানী	মগধানী[১]	নস্রানী ছলমী
হিন্দুয়ানী	মুসলমানী	এমানী আগমী।
তা সবার	বিনা আর	আছে কত জাতি
জাতি যথ	শাস্ত্র তথ	নানা মত পাঁতি।
জ্ঞান-অস্ত্রে	শাস্ত্র-শস্ত্রে	যুঝে পরস্পর
আগমী বা	করে কিবা	সকলি ঈশ্বর।
শাস্ত্রকার	দ্বিপাকার	প্রভু প্রতি ঘটে
আত্মতেজ	অন্যে সৃজে	নিজে নহি [টুটে]
বলে কেহ	এক দেহ	অংশ নাহি তার
কেহ কহে	এক নহে	আছে পরিবার।
কার কথা	প্রভু কোথা	বৃথায় ভজন
হস্তে ধরি	দেখে করী	মুদিয়া নয়ন।
অষ্ট অন্ধ	ছিল ধন্ধ	মাতঙ্গ কিমত
শুনিলেক	কোথা এক	আছে ঐরাবত।
সপ্তজন	তথক্ষণ	দেখিয়া আইল
ভাগ্য মন্দ	রোগা অন্ধ	যাইতে নারিল।
রোগা বোলে	প্রাণ জ্বলে	না দেখিনু করী
কহ সব	অবয়ব	অনুমান করি।
বিনা অক্ষে	কর লক্ষে	যে যথা ধরিল
সপ্ত মতে	ঐরাবতে	সপ্ত বাখানিল।

১. মগদানি

সর্ব গুরু পর্শে উরু বোলে স্তম্ভাকার
গুঁজা পুচ্ছে ধরে তুচ্ছে বোলে লাঠি তার।
স্থরঙ্গ যে কর্ণ[১] গজে পর্শে বোলে কুলা
বুদ্ধিমন্ত ধরে দন্ত বলে বড় মূলা।
বুদ্ধি সরু রম্ভা তরু বাখানিল শুণ্ডে
বোলে ভাণ্ড যে ভূষণ্ড ধরেছিল মুণ্ডে।
যে মাতঙ্গে পর্শে অঙ্গে বোলে বেড় ন্যায়
সপ্ত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব অনৈক্য কথায়।
রোগা কহে শুন অহে দ্বন্দ্বে কার্য নাই
ভবে হস্তী স্বয়ং নাস্তি শুনগো বুঝাই।
রম্ভা কুলা ভাণ্ড মূলা স্তম্ভ বেড়া লাঠি
জোড়া দিয়া টানে নিয়া লোকে খাএ মাটি।
হস্তে ঠেলে হস্তী বলে শিশুরা খেলাএ
লোকে বোলে হস্তী চলে লোকেরে ভাঁড়াএ।
তার কথা মানে কোথা পর্শিয়াছে করে
আত্ম কথা সপ্ত বৃথা প্রত্য নাহি করে।
রোগা হস্তী বিনা নাস্তি নাই বোলে আর
শাস্ত্রিকের নাস্তিকের [ধর্ম] সে প্রকার।
যার যেই শাস্ত্র সেই জানে এই সত্য
বাক্য যুদ্ধে বহু উর্ধ্বে যেন দেব দৈত্য।
মনে কথা অনৈক্যতা নাহি পাএ মর্ম
মুখে কএ হএ হএ প্রভু এক ব্রহ্মা।
চিনাইতে শিখাইতে সৃজে মুখ্য সূক্ষ্ম[২]
দশ মানে তত্ত্ব জানে নাহি মানে লক্ষ।
মন্ত্র সাধে খর্গ হাতে সখা পাঠাইল

---

১. মূল পাঠ : জেই
২. মূল পাঠ : মুক্ষ সুক্ষ [> মুখথ-সুখথ ?]

কত এল	কত রৈল	কত যমে দিল।
লাখে লাখে	ঝাঁকে ঝাঁকে	গেল যমালয়
সর্ব ধরা	সসাগরা	করিল বিজয়।
তার পরে	আজ্ঞা করে	না বধিঅ আর
ক্ষণে যোধ	ক্ষণে রোধ	যে আজ্ঞা তাঁহার।
আজ্ঞা দিলে	এক তিলে	মিলাএ সংসারে
[যে অবোধ	যেবা বোধ]	কে বুঝিতে পারে।
যে না মানে	প্রভু জানে	কারে নাশে মূলে
যেই মানে	যে না মানে	পোষে দুই কূলে।
কারে তোষে	কারে রোষে	হেন নাহি করে
দোহে হরে	দোহে পূরে	দুই জন্মে মরে।
কার পিতা	কার মাতা	কাহার যুবতী
কার মাতা	কার ভ্রাতা	কার হরে পতি।
শিশু মরে	যুবে হরে	বৃদ্ধের সাক্ষাত
বিশ্‌শেত (বিশ্বেত)	রাখে কত	কার গর্ভপাত।
আঁখি পলে	রসাতলে	ক্ষেপে যে ভূপালে
সেই ক্ষণে	সিংহাসনে	বসাএ কাঙ্গালে।
আজি কবে	কিবা হবে	নাহি বুঝি আজি
অন্তস্পটে	অপ্রকটে	করে ছায়া বাজি।
কেবা জানে	কোন্ স্থানে	থাকে সে দয়াল
তিন ঘরে	নৃত্য করে	অসংখ্য পুতুল।
প্রাণ বায়ু	সূত্র আয়ু	ঝলাএ ফুকাএ
ভূতে জাত	ভূতে পাত	ভূতলে লুকাএ।
কত নর	চরাচর	কতেক মক্ষিকা
কোন মত	কব কত	কীট পিপীলিকা।
কত জল	কত স্থল	কত বৃষ্টি ধারা
কত রেণু	পরমাণু	স্বর্গে কত তারা।

কত সূক্ষ্ম কত মুখ্য তৃণ বৃক্ষ সব
কত বর্ণ কত পর্ণ কতেক পল্লব।
কত মূল কত ফুল কত ফল তার
কত ত্যাজ্য কত ন্যায্য কে কার আহার।
কত ধন নিরঞ্জন সৃজে কত মতে
কত জলে কত স্থলে কত বা পর্বতে।
কত গেল কত এল কত আছে আর
যে মরিল কোথা নিল আনে কোথা কার।
সিংহাসনে কত জনে কৈল রঙ্গ নাট
কি হইল কারে দিল তার রাজ্য পাট।
কোথা নৃপ কোথা দর্প কোথা অহঙ্কার
কোথা গেল যে বুলিল নিজে করতার।[১]
বৃথা কর্মে স্বর্গ নির্মে না পূরিল আশ
কার দর্প কাষ্ঠ সর্প করিল বিনাশ।[২]
কোথা পারে ভাঙ্গিবারে তার পুর ধামে
অশ্বে গজে সৈন্য মজে পাখীর সংগ্রামে।[৩]
পাত্র প্রজা সেনা রাজা মশকে খাওয়াএ[৪]
তিল দোষে মিত্র রোষে না ছাড়ে কাহাএ।
তুষ্ট বাক্যে ভার্যা ভক্ষে গিয়া অল্প গম
স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে পড়ে বংশ পাএ শ্রম।[৫]
আপনার সু-আকার যেই বাখানিল
কূপে বাস স্ত্রীর দাস কারাগারে নিল।[৬]
ত্রিভুবনে সর্ব জনে জনে যেই মানে

---

১. শাদ্দাদ. ২. ফেরাউন। মুসার আষা যে যাদুপূত নবুয়তের অভিজ্ঞান নয়, তা প্রমাণ করবার জন্যে যাদুগরদের দিয়ে তিনি লাঠিকে সাপে পরিণত করাতে চেয়েছিলেন। ৩. হস্তীর যুদ্ধ। আবাবিল পাখী-নিক্ষিপ্ত পাথর কণার আঘাতেই মিশাররাজের বিপুল গজবাহিনী ধ্বংস হয়। 8. নমরুদ। ৫. আদম-হাওয়া। ৬. ইউসুফ।

বায়ু শিরে	লএ ফিরে	যাহাকে বিমানে।
কর্ম ফের	ধীবরের	কন্যাকে নিন্দিল
রাজ্য নিল	কন্যা দিল	মৎস্য বেচাইল।[৭]
সখা তিলে	বাখানিলে	দশন কিরণ
শক্র হাতে	শিলাঘাতে	ভাঙ্গে সে দশন।[৮]
শক্তি কার	কহে তার	মহিমার সীমা
প্রতি জন্মে	প্রতি কর্মে	প্রভুর মহিমা।
সিন্ধুজলে	বৃক্ষ ডালে	লিখি নিরবধি
পত্র বায়ু	দীর্ঘ আয়ু	প্রলয় অবধি।
জল বায়ু	ডাল আয়ু	সব ফুরাইবে
তবু তার	মহিমার	অঙ্ক না পূরিবে।
সর্ব মুনি	সর্ব গুণী	ভাবি অবিরত
নাহি পাএ	মহিমাএ	কে পারে জিনিত।

নিস্তার-স্তুতি

অহে প্রভু-ভক্ত বৎসলের আদি সীমা
স্মরিতে তোমারে মোর সর্বাঙ্গ রক্তিমা।
যে-সব তোমার ভাবে চিত্ত নিত্য লীন
অজানিত ক্ষুদ্র দোষে মাত্র হএ ভিন।

---

৭. সোলায়মান। ইনি এক জেলেকন্যাকে কুৎসিত বলে নিন্দা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ক্রমে সেই ধীবরকন্যা রূপবতী হয়ে উঠল (অনেকটা চিত্রাঙ্গদার মতো)। হৃত-অঙ্গুরী রাজ্যচ্যুত সোলায়মান সেই ধীবরকন্যার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করেন। তখন নিঃস্ব নবী জেলের মজুর ছিলেন।

৮. হযরত মুহম্মদ। বিবি আয়েশা এক সন্ধ্যায় তাঁর পরিহিত ছেড়া কাপড় সেলাই করছিলেন। ঘরে তৈলাভাবে বাতি ছিল না। এমনি সময় রসুল গেলেন তাঁর কাছে। অতর্কিত ডাকে আয়েশা সুঁই হারিয়ে ফেললেন। রসুলের স্মিত-হাস্যের ফলে তাঁর দাঁতের জ্যোতিতে ঘর হলো আলোকিত। আয়েশা খুঁজে পেলেন সুঁই। তাঁর বিস্মত প্রশ্নের উত্তরে রসুল অহঙ্কার করে বললেন; তাঁর দাঁতের প্রভায় ভুবন আলোকিত করতে পারেন। আল্লাহ রুষ্ট হলেন তাঁর অহঙ্কৃত বাক্যে। এর ফলেই ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত ভাঙ্গল।

মহা মহা পাপ করি যত মনে লএ
এক পাপ বিচারিলে আমি হই লত্র।
পাপ কর্ম করিতে আমারে সৃজ নাই
আপনা ইচ্ছাএ আমি পাপ পথে যাই।
লোভে ধেনু পর শস্য নষ্ট করে গিয়া
না বধে রক্ষক তাকে আনে ফিরাইয়া।
তুমি বিনা কেহ নাহি আমার রক্ষক
নিস্তার করহ প্রভু ক্ষমিয়া পাতক।
পুণ্যবলে মুক্তি পাই কোথা সে কপাল
কেবল ভরসা তুমি আপনে দয়াল।
নাহি জানি করিতে প্রণতি স্তুতি ভক্তি
পূজিবারে তোমারে আমার কিবা শক্তি।
পবনের গতি পুষ্পে-বিষ্ঠাতে সমান
সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণে সুঘ্রাণ কুঘ্রাণ।
পুণ্য মুখে সরে বাণী যেন মকরন্দ
পাপ-মুখে নিষ্ঠা বাক্যে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ।
দিবারাত্র যেই মুখে পাপ প্রবঞ্চনা
হেন ছার মুখে তব কি করি ভজনা।
পাপে পুণ্য পুণ্যে শূন্য নাহি সেবা শিক্ষা
দীন হীন অধমেরে মুক্তি দেহ ভিক্ষা।
ধনীগণ উপলক্ষ তোমারি ভাণ্ডার
যেই যত দান করে তোমারি একার।
আমি হেন পাপীহ কাহারে নাহি পাই
তুমি হেন দাতাহ কোথায় কেহ নাই।
তুমি দাতা আমি পাপী যার যে কর্তব্য
না হের আমারে হের আপনা দাতব্য।

আমি পাপী বলিয়া কি দাতব্য ছাড়িবে
সকলি তোমার সৃষ্টি কোথা খেদাইবে।
আমি দুঃখ পাইলে তোমার লভ্য নাই
হইলে তোমার দয়া আমি রক্ষা পাই।
কাতর হইয়া এই চাই তব ঠাঞি
যে বোঝা তুলিতে নারি না দিহ গোসাঞি।
সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড যেই সখার কারণ
তিন লোকে জানে যার অবৃথা বচন।
তিনি তাকে তোমার প্রেমের সখা মানি
তোমাকেহ আমি দৃঢ় মনে এক জানি।
দিক পাশ বংশনাশ নাহিক তোমার
হীন দ্বন্দ্ব নিত্যানন্দ নিত্য নিরাকার।
হীন জন্ম কাল ভিন্ন চৈতন্য সতত
ছিলে যেন আছ তেন থাকিবে তেমত।
কার মধ্যে নহ তুমি কারে ছাড়া নাই
যথা দেখি মহিমা তোমার তথা পাই।
আঁখি হৈতে নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হৈতে দুর
নিজে স্থান নাহি সরে রাখ দিব্যপুর।
অন্তের অনন্ত তুমি অনাদ্যের আদ্য
ভজিতে তোমারে আমি পাপীর কি সাধ্য।
সর্ব কর্তা সর্ব হর্তা সর্ব রক্ষাকার
ক্ষমা কর পাপ হর দেহ গো নিস্তার।
রহিলাম সাক্ষাতে অষ্টাঙ্গে নম্র শিরে
কর যাতে বাক্য তব সখার না ফিরে।
দীন হীন জিনতের এই মনস্কাম
দেহ ত্যাগে লইয়া তোমার আদি নাম।